সারাংশ

‘মানুষ’, বিশেষত নগরবাসী ‘নিঃসঙ্গ’, ‘বিচ্ছিন্ন’ মানুষ দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রীয় বিষয়। মানবিক বিশ্বের বিস্তৃত এবং অতল গহ্বরে প্রতিনিয়ত চলাচল করা দুর্বোধ্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবাবেগের প্রাচুর্যকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না, হাতের মুঠোয় ধরা যায় না। কিন্তু সেই সব নিরাকার, অদেখা, অজানা আবেগানুভূতিই অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে। নিরাবয়ব মনের চোরা কুঠুরির এই সব বাসিন্দাদের ধরে ফেলা সহজ কথা নয়। অথচ দিব্যেন্দু পালিত অনায়াসে কিছু শব্দ এবং বাক্যের শাণিত প্রয়োগ করে নাগরিক মনের যাবতীয় আবেগকে একত্রিত করে কথার আকারে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থাপিত করেছেন। নাগরিক মনের চিরন্তন সংকটকে তো বটেই, তবে আরও নির্দিষ্ট করে বললে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর সমসময়ের নগর-মনের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ এবং বিশ্বাসকে যে নৈপুণ্যের সঙ্গে কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁকে কেবল একজন অসামান্য সাহিত্যিকের তকমা দেয় না, একজন নিবিড় জীবন-পরিদর্শকের স্থানও দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে অসাম্যের দিকটিকে আমরা সাধারণ সামাজিক সত্য হিসেবে জেনে এসেছি, সেই দিকটি ফটোগ্রাফিক বাস্তবতার সঙ্গে তিনি তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন কিন্তু তাঁর সাহিত্যে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। গুরুত্বের দিক থেকে সাহিত্যাঙ্গনে নারী-পুরুষের এই অসাম্যের দিকটিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। বরঞ্চ নারীমনের বহুমাত্রিক গভীরতার দিকটিই তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে বেশি আকর্ষণ করেছে। তবে এক্ষেত্রে বলা জরুরি, পুরুষের নারীর প্রতি যে আকর্ষণ সমাজে সচরাচর দেখা যায়, বা সাহিত্যে নারীর প্রতি

পুরুষের মুগ্ধতার যে নামান্তর পাওয়া যায়, সেই ধরনের আকর্ষণের থেকে দিব্যেন্দু পালিতের নারীমনের প্রতি আকর্ষণের বিস্তর ফারাক আছে। তিনি নারী-হৃদয়কে কখনও পুরুষ হিসেবে পড়েননি। নারী-হৃদয়কে জানবার, বুঝবার অদ্ভুত গূঢ় কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, যে কৌশলে তথাকথিত পুরুষোচিত কোনও কাঠিন্য, রূঢ়তা-সম্পৃক্ত গুণাবলী বা যৌনতাকেন্দ্রিক আকাশ-কুসুম কল্পনা ঠাঁই পায়নি। দিব্যেন্দু পালিত নারীর হৃদয়কে জেনেছেন, অনুভব করেছেন নারীমনের সঙ্গে একশো শতাংশ সমব্যথী হয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন একজন নাগরিক পুরুষ এবং একজন নাগরিক মহিলার একাকিত্বের কারণ, একাকিত্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ জন্মের পর থেকেই নারীকে তার পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করা শুরু করে দেয়, যত দিন যায় তত একাকিত্বের গভীরতা আরও বাড়তে থাকে। অন্যদিকে পুরুষের একাকিত্ব শুরু হয় সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে, কারণ পুরুষেরা সাধারণত (ব্যতিক্রম রয়েছে) কৈশোর অতিক্রম করে তারপর সমাজ-সচেতন হওয়া শুরু করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিক একাকিত্বের বাস্তবসম্মত শিল্পরূপের সঙ্গে নিপুণ হাতে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন।

দিব্যেন্দু পালিতের *বিনিদ্র* উপন্যাসের মাধ্যমে প্রথম ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়। *বিনিদ্র* পড়ার পর কদিন ভারি মন খারাপ হয়েছিল, মনে হয়েছিল জীবনে যা কিছু খারাপ, যা কিছু মলিন, সেই সবকিছুর সাহিত্যিক উদ্‌যাপন কি এতটাই জরুরি? পরে মন-খারাপ যখন ক্রমশ পাতলা হয়ে এসেছে, তখন বুঝেছি জীবনকে ছোঁব, অথচ তার কালিমা ছোঁব না—এই থিওরিতে দিব্যেন্দু বিশ্বাসী ছিলেন না। তারপর আবার দিব্যেন্দুর সাহিত্যাঙ্গনে ফিরে গেছি, ক্রমে *সম্পর্ক, আমরা, ঘরবাড়ি* এরকম আরও অনেক

উপন্যাস এবং গল্পের মধ্যে প্রবেশ করেছি। দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-জগৎ আমার কাছে অনেকটা যেন শীতকালের মতো। শীতের স্বভাবানুযায়ী তাঁর সাহিত্যে একটা কাঠিন্য আছে, শুষ্কতা আছে, নিস্পৃহতা আছে। শীত এলেই আমার প্রতিটা রোমকূপ সচেতন হয়ে ওঠে, মনে হয় এই সেই মোক্ষম সময় যখন স্মৃতির দরবার আরও প্রসারিত হয়। লেপ-কম্বলের মতো স্মৃতির চাদরে নিজেকে মুড়ে ঘরের এক কোণায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, নিজেকে আরও একা মনে হয়। তবে একাকিত্বেরও তো প্রবল মায়া আছে। প্রথম-প্রথম জড়তা থাকে, সংকোচ থাকে, অস্বস্তি, বেদনার তীব্রতা শীতের শুষ্ক-বুকে ঘাই মারে। তারপর মানিয়ে নেওয়ার এবং মেনে নেওয়ার সহজাত ক্ষমতা ক্রমশ অধিকার করে নেয় মনের সবটুকু। একবার একাকিত্বে ডুব দিলে সহজে পার পাওয়া যায় না। কেমন যেন ঝিম ধরা নেশা হয়। দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য যেন সেই একাকিত্বের ঘোরে ডুবিয়ে রাখে। কলকাতা শহরের নগর-জীবন তাঁর সাহিত্যের মূল প্রেক্ষাপট আর এ-শহরের নগরবাসীর মনের হদিশ করা তাঁর সাহিত্য-ধর্ম। দিব্যেন্দু পালিতের নির্বাচিত রচনার অনুসরণ করে তাঁর সাহিত্য-ধর্মকে সযত্নে তুলে ধরাই আমার গবেষণা-কার্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অধ্যায়-বিভাজনসহ আমার গবেষণা-কর্মে আলোচিত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ—

প্রাক্‌কথন:

- নাগরিক একাকিত্ব।
- কার্ল মার্কসের ‘অ্যালিয়েনেশন থিওরি’র ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ।

- দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য রচনার প্রিয় বিষয় কেন 'নাগরিক একাকিত্ব', সেই সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা।

প্রথম অধ্যায়: **নগর-দর্পণে দাম্পত্য**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত দিনলিপিতে অভ্যস্ত নগরবাসীর কথা।
- যৌথ পরিবার থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা অণু (নিউক্লিয়ার) পরিবারের কথা, পিতৃপুরুষের বসত বাড়ি থেকে ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে আসা দম্পতির কথা, স্ত্রীর হঠাৎ আর্থিক স্বাবলম্বিতা লাভের ঘটনাকে আত্মস্থ করতে না পারা বিপর্যস্ত স্বামী, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কে পুরুষ এবং নারীর অবস্থানের স্বরূপ।
- এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রে *ঘরবাড়ি, সিনেমায় যেমন হয়, সেকেন্ড হানিমুন, অবৈধ* এবং *আড়াল* উপন্যাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়: **নগর, নারী ও স্বাবলম্বন**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
- বিবাহ-বিচ্ছিন্ন, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী মেয়েদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা এবং সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, তা নির্ধারণ করার সূত্রে *প্রণয়চিহ্ন* এবং *অনুভব* উপন্যাস।

- মেয়েদের মেসবাড়িতে বসবাস করা কর্মরত মেয়েদের জীবনযাপন এবং মানস-যাপনের পর্যালোচনার সূত্রে *মধ্যরাত* ও *স্বপ্নের ভিতর* উপন্যাস।
- আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এক বিধবা মেয়ের মানসিকভাবে স্বাবলম্বিতা অর্জনের প্রতিটি পদক্ষেপের বিশদ ব্যাখ্যা *সংঘাত* উপন্যাসের সূত্র ধরে।

তৃতীয় অধ্যায়: **নগরজীবনে নিঃসঙ্গ-বিভ্রান্ত পুরুষ**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- বিজ্ঞাপন জগতের প্রতি দিব্যেন্দু পালিতের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং সেই সূত্রে বিজ্ঞাপন জগতের মহারথীদের নিয়ে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ('ম্যাকিয়াভেলিয়ানিজম' তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)। এই বিষয়টির সমর্থক দুটি উপন্যাস *সম্পর্ক* এবং *বিনিদ্র*।
- স্বাধীনতা-পরবর্তী মোহভঙ্গের কাল থেকে শুরু করে নকশাল-আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক আলাপ-আলোচনা এবং সেই সময়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত রাজনীতিবিমুখ যুব-সমাজের কথা প্রসঙ্গে *ভেবেছিলাম* এবং *আমরা* উপন্যাস।
- নকশাল-আন্দোলন পরবর্তী যুব-সমাজের ছত্রভঙ্গ হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একজন উচ্চ-মধ্যবিত্ত, ক্ষমতাবান পরিবারের শিক্ষিত যুবকের বিভ্রান্তি, দোলাচলতা ও দ্বন্দ্বের আলোচনা-সূত্রে *ঢেউ* উপন্যাস।

চতুর্থ অধ্যায়: **দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিঘাত**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- পণ্য-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে পেটের দায়ে শহরে চলে আসা মানুষগুলোর নাগরিক ভাগ্য নির্ধারণ হওয়ার বিস্তৃত ইতিহাস।
- এই ঘটনার আধুনিক পরিণতির স্বরূপবিশিষ্ট কিছু গল্প।

পঞ্চম অধ্যায়: **নাগরিক নিঃসঙ্গতার কণ্ঠস্বর**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- নাগরিক নিঃসঙ্গতার চিহ্ন-নির্ধারণ।
- এই নির্ধারিত চিহ্নগুলির নিরিখে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান।

পরিশেষ

- কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্য নিয়ে একটি ছক নির্মাণ।
- এইসব নগরকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য-সম্ভারের মাঝে দিব্যেন্দু পালিতের বিশিষ্টতা নির্ধারণ। সেই সূত্রে আব্রাহাম হ্যারল্ড মাসলো-নির্দেশিত 'হায়ারার্কি অফ নিড্‌স্' তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।
- দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য নিয়ে সম্ভাব্য আর কী কী গবেষণার কাজ হতে পারে, তা চিহ্নিতকরণ।
- দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যানুরাগী হিসেবে গবেষণা-কর্মের মুখ্য অনুসন্ধান।

গ্রন্থপঞ্জি:

- আকর গ্রন্থাবলি
- সহায়ক গ্রন্থাবলি (বাংলা ও বিদেশি)
- অনূদিত গ্রন্থাবলি
- পত্র-পত্রিকা (বাংলা ও বিদেশি)
- বৈদ্যুতিন মাধ্যম